

## 22302 - এমন কিছু নারী যাদের সাথে কোন কোন অবস্থায় বিবাহ বন্ধন জায়েয; আর কোন কোন অবস্থায় জায়েয নয়

### প্রশ্ন

ইসলামে কি এমন কিছু অবস্থা আছে যে, কিছু অবস্থায় যে নারীর সাথে বিবাহ জায়েয; আবার কিছু কিছু অবস্থায় একই নারীর সাথে বিবাহ জায়েয নয়?

### প্রিয় উত্তর

হ্যাঁ; এমন কিছু অবস্থা রয়েছে। নীচে কিছু উদাহরণ পেশ করা হলো যাতে বিষয়টি পরিষ্কার হয়:

- ১। ইদ্দত পালনরত নারীকে অন্য কোন পুরুষ বিয়ে করা হারাম। যেহেতু আল্লাহ তাআলা বলেন: “এবং নির্দিষ্ট কাল পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত বিবাহ বন্ধনের সংকল্প করো না।” [সূরা বাক্বারা, আয়াত: ২৩৫] এ বিধানের গূঢ় রহস্য হলো সেই নারী গর্ভবতী হওয়া থেকে নিরাপদ না হওয়া। যার ফলে একজনের পানির সাথে অন্যজনের পানির মিশ্রণ ঘটবে এবং বংশ পরিচয়ে জটিলতা তৈরী হবে।
- ২। ব্যভিচারী নারীকে বিয়ে করা; যদি তার ব্যভিচারের কথা জানতে পারে; যতক্ষণ পর্যন্ত না সেই নারী তাওবা করে ও তার ইদ্দত শেষ হয়। যেহেতু আল্লাহ তাআলা বলেন: “এবং ব্যভিচারিণী নারী— তাকে ব্যভিচারী অথবা মুশরিক ছাড়া কেউ বিয়ে করে না। আর মুমিনদের জন্য তা হারাম করা হয়েছে।” [সূরা নূর, আয়াত: ৩]
- ৩। যে পুরুষ তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়েছে সেই নারীর অন্যত্র সঠিকভাবে বিয়ে হওয়া এবং ঐ স্বামী তার সাথে সহবাস করা ছাড়া তাকে বিয়ে করা হারাম। যেহেতু আল্লাহ তাআলা বলেন: “তালাক দুইবার... যদি তাকে তালাক দেয়” অর্থাৎ তৃতীয় বার। তাহলে এরপর স্ত্রী আর এই স্বামীর জন্য হালাল হবে না, যতক্ষণ না সে অন্য এক স্বামীকে বিয়ে করে।” [সূরা বাক্বারা, আয়াত: ২৩০]
- ৪। (হজ্জ-উমরার) ইহরামরত নারীকে বিয়ে করা হারাম, যতক্ষণ না সে নারী ইহরাম থেকে হালাল হন।
- ৫। দুই বোনকে একত্রে বিয়ে করা। যেহেতু আল্লাহ তাআলা বলেন: “এবং দুই বোনকে একত্রিত করা” [সূরা নিসা, আয়াত: ২৩] অনুরূপভাবে কোন নারী ও তার ফুফুকে এবং কোন নারী ও তার খালাকে একত্রে বিয়ে করা। যেহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “তোমরা কোন নারী ও তার ফুফুর মাঝে (বিয়ের ক্ষেত্রে) একত্রিত করবে না এবং কোন নারী ও তার খালার মধ্যে একত্রিত করবে না” [সহিহ বুখারী ও সহিহ মুসলিম] নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই বিধানের হেতু বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন: “যদি তোমরা এটি কর তাহলে আত্মীয়তার সম্পর্কগুলোকে ছিন্ন করবে”। আত্মীয়তার সম্পর্কগুলো এ কারণে ছিন্ন হবে যেহেতু সতীনদের মাঝে ঈর্ষা থাকে। তাই যদি সতীনদের একজন অন্যদের রক্তের সম্পর্কের আত্মীয়া হয়; তাদের মাঝে সম্পর্ক ছিন্ন ঘটবে।

তবে যদি একজনকে তালাক দিয়ে দেয়া হয় এবং তার ইদ্দত শেষ হয়ে যায় তখন তার বোন, ফুফু বা খালাকে বিয়ে করা জায়েয;  
সেই অনিষ্টটি অটুট না থাকার কারণে।

৬। চারজনের অধিক নারীকে একত্রে বিয়ে করা। যেহেতু আল্লাহ তাআলা বলেন: “তাহলে (সাধারণ) নারীদের মধ্যে তোমাদের পছন্দ  
হয় এমন দুইজন, তিনজন কিংবা চারজনকে বিয়ে কর।” [সূরা নিসা, আয়াত: ৩] এবং যেহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম  
যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল এবং তাদের চারজনের অধিক স্ত্রী ছিল তাদেরকে চারজন রেখে বাকীদেরকে তালাক দিয়ে দেয়ার নির্দেশ  
দিয়েছিলেন।

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।